জামাতে নারীদের কথা বলা কি লজ্জাজনক?

মূল শব্দ

করিন্থীয় শ্লোগান

রূহানিক----সাধু

না, এটা নয়! ঈশ্বর মন্ডলীতে তার কন্যাদের শব্দ লজ্জাজনক বিবেচনা করেন না! এই শিক্ষা তাঁর হৃদয়কে কষ্ট দেয়। এই ধারণা এলো কোথা থেকে? মন্ডলী স্থাপণকারী পৌল একটি ভুল ভাবে চলা মন্ডলীকে শোধরান তার পত্রের মধ্য দিয়ে। ১ করি ১৪:৩৪-৪০ দেখুন:

"৩৪ সেইভাবে স্ত্রীলোকেরা জামাতে চুপ করে থাকুক, কারণ কথা বলবার অনুমতি তাদের দেওয়া হয় নি। তৌরাত শরীফ যেমন বলে তেমনি তারা বরং বাধ্য হয়ে থাকুক। ৩৫ যদি তারা কিছু জানতে চায় তবে বাড়ীতে তাদের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ জামাতে কথা বলা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ৩৬ আল্লাহ্‌র কালাম কি তোমাদের মধ্য থেকেই বের হয়েছিল কিংবা তা কি কেবল তোমাদেরই কাছে এসেছে? ৩৭ যদি কেউ নিজেকে নবী বলে বা রূহানী লোক বলে মনে করে তবে সে স্বীকার করুক যে, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু লিখলাম তা সবই প্রভুর হুকুম। ৩৮ যদি কেউ তা অগ্রাহ্য করে তবে তাকেও অগ্রাহ্য করা হবে। ৩৯ সেইজন্যই আমার ভাইয়েরা, নবী হিসাবে কথা বলবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হও এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বাধা দিয়ো না। ৪০ সব কিছুই যেন উপযুক্তভাবে আর শৃঙ্খলার সংগে করা হয়।"

পৌল করিন্থীয়দের শ্লোগান বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন ও সংশোধন করেছেন

করিন্থে দুইটি অস্বাভাবিক -বিপরীত দল---রূহানিক এবং সাধু

করিন্থের জামাতে দুইটি দল তাদের অস্বাভাবিক মতামত নিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল।

পৌল বার বার এই দুই দলকে সংশোধন করছিল। রূহানিকরা সব বিষয়ে স্বাধীনতা চাচ্ছিল। দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার, শারিরীক সম্পর্কে কোন নিয়ম না থাকা, কোন খাবারে বিধিনিষেধ না থাকা, জিহ্বার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, পোশাক ও চুলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা- এই সমস্ত কিছু।

অন্যদিকে, সাধুরা চাইতো স্বাধীনতার মতো দেখতে যা কিছু তার সবকিছু নিষিদ্ধ করতে- যেমন কোন দেবতাদের কাছে উৎসর্গীকৃত খাবার নয়, শারিরীক সম্পর্ক নয়, কোন বিয়ে নয়, কোন ভাববাণী নয়, কোন নারী বক্তা নয়।

কে কি বলেছে?

করিন্থীয়ের প্রতি পৌলের পত্রে তিনি প্রায়ই করিন্থীয়দের ব্যবহৃত কথা সরাসরি ব্যবহার করতেন। পরে তিনি সেই সব কালাম গুলিকে সংশোধন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা বলতো "আমি পৌলকে অনুসরণ করি" "পেট খাদ্যের জন্য" "একজন পুরুষের একজন নারীকে স্পর্শ করা বিধেয় নয়।" যেহেতু গ্রীক শব্দে কোন বিরাম চিহ্ন ছিল না, তাই পাঠকদের অবশ্যই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বুঝতে হবে কোনটি করিন্থীয়দের আল্লাহ্‌বিহীণ শ্লোগান ও কোনটি পৌলের সংশোধন মূলক কালাম। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, স্ত্রীদের জামাতে কথা বলা লজ্জাজনক- কথাটি করিন্থীয়দের, পৌলের নয়। এটি করিন্থীয় সাধুদের একটি শ্লোগান যা পৌল শক্তভাবে সংশোধন করেছে।

পৌল কিভাবে এই লজ্জাজনক, অগৌরবমূলক, অনুচিত শ্লোগান সংশোধন করেছেন?

পৌল একটি গ্রীক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন **(η)** যেটি শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা বোঝায় "কি"? "কেন" "অর্থহীন" "কোনভাবেই না" এই ধরণের অর্থ প্রকাশ করতো। এই অক্ষরটি শুধুমাত্র একটি অক্ষর নয় বরং অমতের কঠিন প্রকাশ। পৌল ১১:৩৬ আয়াতের "বল দেখি, আল্লাহ্‌র কালাম কি কি তোমাদেরই নিকট হইতে বাহির হইয়া ছিল? কিম্বা কেবল তোমাদের নিকটই আসিয়াছিল?" এই বলে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এই সাধুরা কি তাদেরকেই আলফা ও ওমেগা চিন্তা করতো?

তারা কি আল্লাহ্? পৌল বলেছিলেন, আপনারা নারীদেরকে চুপ করানোর কে?

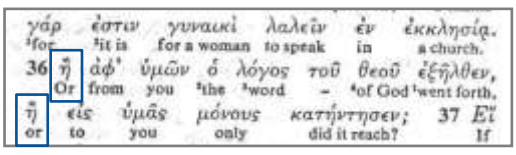
γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.
for it is for a woman to speak in a church.
36 ἢ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν,
Or from you the word – of God went forth,
ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 37 Εἴ
or to you only did it reach? If

উপসংহার

পৌল অসংযত ও আইনবাদী উভয় করিন্থীয়দেরকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। পৌলের সংশোধন নারীদেরকে কথা বলতে, আরাধনা করতে, মোনাজাত করতে, ভাববাণী করতে ও পরভাষায় কথা বলতে মুক্ত করেছিলেন- মসীহের দেহে অবস্থিত আর সব সদস্যদের মতোই- অন্যদের জন্য সম্মান রেখেই। আমরা যেন করিন্থীয় শ্লোগানকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হিসেবে প্রচার না করি!

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?